[২০১৮] ১৩ ৮. সি. আর. ৩৫২

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড

বনাম

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের

ট্রাস্টি বোর্ড" এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯৩৫২)

সেপ্টেম্বর ১১,২০১৮

[আর. এফ. নরিম্যান এবং ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশি এবং সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-সালিশি ধারা-এর সক্রিয়করণ-উত্তরদাতা নং ১ একটি কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য যোগ্যতার জন্য অনুরোধ (আরএফকিউ) জারি করেছে-দরপত্রটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল-প্রথমত, যোগ্যতার পর্যায় এবং দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ (আরএফপি)-আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ২, একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে-উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা কনসোর্টিয়ামকে দেওয়া রায়ের চিঠি-উত্তরদাতা নং ২ বিড প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল-বিড সম্পাদনের জন্য উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা জারি করা কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি-যেহেতু এটি করা হয়নি, আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত এবং স্বীকৃত রায়ের চিঠিটি উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল-ফলস্বরূপ, এই সালিশের নোটিশ দ্বারা পাঠানো হয়েছিল- আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে কোনও সালিসি ধারা প্রবেশ করা হয়নি এবং উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা নির্ভর করা সালিসি ধারাটি বিলের সাথে খাপ খায় না কারণ কেবল ছাড় চুক্তির সাথে সম্পর্কিত সেই ধারার অধীনে যে বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করা হবে যা প্রবেশ করা হয়নি-উচ্চ আদালত বলেছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি সমাপ্ত চুক্তি ছিল কারণ আপিলকারী কর্তৃক লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড গৃহীত হয়েছিল এবং যেহেতু সালিসি ধারাটি পক্ষগুলির মধ্যে দরপত্রের নথির একটি অংশ গঠন করে, সালিসি ধারাটি পক্ষগুলিকে পরিচালনা করবে-

আপিলের ভিত্তিতে, সিদ্ধান্ত হয়ঃ

আরএফপি ধারা পর্যালোচনার পরে, আরএফপি-র শীর্ষে থাকা একটি দাবিত্যাগের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে পক্ষগুলির মধ্যে কেবল একটি দরপত্র প্রক্রিয়া চলছিল এবং তাদের মধ্যে কোনও সমাপ্ত চুক্তি ছিল না-এমন একটি বিড প্রক্রিয়া হবে যা উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা একটি রায়ের পত্র ইস্যু করার সাথে দুটি আরও পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করবে, যা সময়সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরই খসড়া কনসেশন চুক্তি উত্তরদাতা নং ১ এবং কনসোর্টিয়াম দ্বারা গঠিত বিশেষ উদ্দেশ্য বাহনের মধ্যে চুক্তিতে পরিণত হবে।

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৫৩

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড দ্বারা কোনও নিরঙ্কুশ এবং অযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা ছিল না-চুক্তি হিসাবে আইনে প্রয়োগযোগ্য কোনও চুক্তি হওয়ার আগে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল-উপরন্তু, এমনকি পক্ষগুলিকে পরিচালনা করে এমন একটি সালিশ ধারা ছিল বলে ধরে নিলে, উক্ত ধারাটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হবে কারণ এটি কেবলমাত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে বিতর্ককে অন্তর্ভুক্ত করবে যা এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি, এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে নয়-সুতরাং, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়টি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে-চুক্তি আইন, ১৮৭২-ধারা ৭।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালতের  সিদ্ধান্ত ঃ

১। প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ (আর. এফ. পি) ধারাগুলির একটি যৌথ পাঠে, কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে-(i) প্রথম এবং সর্বাগ্রে আর. এফ. পি-র অগ্রভাগে থাকা একজন দাবিদার এটি স্পষ্ট করে দেয় যে দলগুলির মধ্যে কেবল একটি দর প্রক্রিয়া চলছে এবং এর মধ্যে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি নেই (ii) এটি সমানভাবে স্পষ্ট যে, এমন একটি বিড প্রক্রিয়া হবে যা উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা একটি রায়ের পত্র ইস্যু করার সাথে দুটি আরও পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করবে, যা সময়সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরেই খসড়া কনসেশন চুক্তি উত্তরদাতা নং ১ এবং কনসোর্টিয়াম দ্বারা গঠিত বিশেষ উদ্দেশ্য বাহনের মধ্যে চুক্তিতে পরিণত হবে (iii) যে বিড প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায়ে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ফোরাম শুধুমাত্র মুম্বাইয়ের আদালতগুলির কাছে থাকবে এবং (iv) যে কনসেশন চুক্তিতে প্রবেশ করার পর্যায় পর্যন্ত, বিড প্রক্রিয়াটি যেকোনো কারণে ব্যাখ্যা না দিয়ে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক বাতিল করা যেতে পারে।

২. ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৭ নং ধারার অধীনে কোনও প্রস্তাবকে প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই নিখুঁত এবং অযোগ্য হতে হবে। এই মামলার তথ্যে এটি স্পষ্ট যে লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড দ্বারা কোনও নিখুঁত এবং অযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা নেই-পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি হিসাবে আইনে প্রয়োগযোগ্য এমন একটি চুক্তি বলা যেতে পারে তার আগে দুই বা তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৫]

৩. আবেদনকারী সঠিকভাবে ড্রেসার র্যান্ড এস. এ. এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড উভয়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। ড্রেসার রান্ড এস. এ.-তে দেখা গেছে যে, ক্রয়ের আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি হবে না। এই ধরনের ক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার আগে যা কিছু ঘটেছিল তা কেবল একটি চুক্তির প্রস্তাবনা হবে যা চুক্তির সাথে বিভ্রান্ত করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ১৬]

৪. ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডে ড্রেসার রান্ড এস. এ-র রায় অনুসরণ করা হয়েছিল, যা সেই ক্ষেত্রে দরদাতাদের সাথে এনএস-এর তথ্যের সাথে খুব মিল, এটি বলা হয়েছে যে দিল্লির আদালতগুলির ক্রয় আদেশ স্থাপনের জন্য সার্কেলগুলিতে অনুমোদন পত্র জারি না করা পর্যন্ত দরপত্র থেকে উদ্ভূত বিরোধ বা দাবিগুলি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে। এর পরেই মধ্যস্থতার জন্য চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর প্রকরণ ২০ চালু হতে পারে, [অনুচ্ছেদ ১৭]

৫। আবেদনকারী যথাযথভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, পক্ষগুলিকে পরিচালনা করে এমন একটি সালিশ ধারা রয়েছে বলে ধরে নিলে, উক্ত ধারাটি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক হবে কারণ এটি শুধুমাত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে বিতর্ককে অন্তর্ভুক্ত করবে যা এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি, এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে নয়। [অনুচ্ছেদ ২১]

এম. আর. ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সোম দত্ত বিল্ডারস লিমিটেড (২০০৯) ৭ এস. সি. সি ৬৯৬ [২০০৯] ১০ এস. সি. আর. ৩৭৩; ড্রেসার র্যান্ড এস. এ. বনাম বিন্দল অ্যাগ্রো কেম লিমিটেড। এবং আনআর. (২০০৬) ১ এস. সি. সি. ৭৫১: [২০০৬] ১ এস. সি. আর. ৩০৮; ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম টেলিফোন কেবলস লিমিটেড (২০১০) ৫ এস. সি. সি. ২১৩: [২০১০] ৩ এস. সি. আর. ২৯১-এর উপর নির্ভরশীল।

ইউনিসি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (২০০৯) ১ এস. সি. সি ১০৭: [২০০৮] ১৪ এস. সি. আর ১০৮; কোলিপারা শ্রীরামুলু (মৃত) তাঁর এল. আর বনাম টি. অশ্বত্থ নারায়ণ (মৃত) তাঁর এল. আর এবং অন্যান্যদের দ্বারা (১৯৬৮) ৩ এস. সি. আর ৩৮৭; ইনক্স উইন্ড লিমিটেড বনাম থার্মোকেবলস লিমিটেড (২০১৮) ২ এস. সি. সি ৫১৯: [২০১৮] ১ এস. সি. আর ৮৬-উল্লিখিত।

"মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৫৫

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

মামলা প্রসঙ্গ

| | | |
|---|---|---|
| ৮ | নির্ভরশীল | অনুচ্ছেদ ১০ |
| | নির্ভরশীল | অনুচ্ছেদ ১০ |
| ৮ | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ১১ |
| ৮৭ | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ১১ |
| | উল্লেখিত | অনুচ্ছেদ ২০ |
| ৩ | নির্ভরশীল | অনুচ্ছেদ ২১ |

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৯৩৫২ নং দেওয়ানি আপিল,

২০১৬ সালের ১২২৭ নং সালিসি আবেদনে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০১.০৩.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

ড. অভিষেক মনু সিংভি, সিনিয়র অ্যাড., অমিত সিবাল, দুষ্যন্ত দাভে, সিনিয়র অ্যাড., রাজেন্দ্র বারোট, মিসেস লিজ ম্যাথিউ, রোহন রাজাধ্যক্ষ, মিসেস ওহরি নিওগি, ধীরজ টোটালা, বিনয় ত্রিপাঠি, অভিনব জগনাথন, এম. ই ফিলিপ, অভিষেক পুরী, যশার্থ মিশ্র, শ্রীমতী ভারতী ইন্দুলকর, সন্তোষ কৃষ্ণন, সেন্থিল জগদিশন, শ্রীমতী সোনাক্ষী মালহান, শ্রীমতী সুরিতি চৌধুরী, শ্রীমতী মৃণাল কানওয়ার, অ্যাড. উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আর. এফ, নরিম্যান, বিচারপতি দ্বারা 'আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

২. বর্তমান বিষয়টি যে বাস্তবসম্মত ম্যাট্রিক্সে উত্থাপিত হয়েছে তা হল, ২০০৯ সালের মার্চ মাসে জওহরলাল নেহরু বন্দরে নকশা, নির্মাণ, অর্থ, পরিচালনা এবং হস্তান্তরের ভিত্তিতে ৪টি কনটেইনার টার্মিনাল প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে উত্তরদাতা নং। যোগ্যতার জন্য অনুরোধের একটি বিশ্বব্যাপী আমন্ত্রণ (এরপরে "আরএফকিউ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) জারি করেছিলেন। ০২.০৩.২০০৯-এর আরএফকিউ নথিতে স্পষ্টভাবে একটি ধারা ছিল যার দ্বারা দরদাতা একক সত্তা বা কনসোর্টিয়াম হতে পারে। তথ্যের ভিত্তিতে, আবেদনকারী এবং আমাদের আগে উত্তরদাতা নং ২ একসঙ্গে আবেদনকারীকে প্রধান সদস্য, প্রযুক্তিগত সদস্য এবং

কনসোর্টিয়ামের আর্থিক সদস্য হিসাবে নিয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করেছিলেন। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,



আবেদনকারী সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত একটি সংস্থা, যেখানে উত্তরদাতা নং ২ ভারতে নিবন্ধিত একটি সংস্থা।

৩. আরএফকিউ-এর কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে আরএফকিউ নিজেই, অগ্রভাগে, একটি দাবিদার হিসাবে বলে যে আরএফকিউ-এর কোনও কিছুই আরএফকিউ-কে পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, আরএফকিউ ধারাগুলিতে যা বলা হয়েছে তা কেবলমাত্র কোনও সম্ভাব্য দরদাতাকে যে কাজটি সম্পাদন করা হবে সে সম্পর্কে তথ্যের মাধ্যমে হবে। দরপত্রটি নিজেই দুটি পর্যায়ে ছিল-প্রথমটি যোগ্যতার পর্যায়ে এবং দ্বিতীয়টি প্রস্তাবের অনুরোধের পর্যায়ে ছিল (এরপরে "আরএফপি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। যেহেতু আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে কনসোর্টিয়াম প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করেছিল, তাই তারা উত্তরদাতা নং ১ তারিখের ০৭.০৬.২০১০ দ্বারা প্রবর্তিত একটি আরএফপি নথির অধীনে বিবেচনা করার অধিকারী ছিল। এই নথির অধীনে, যা স্পষ্ট করা হয়েছিল তা ছিল, আরএফকিউ-এর মতো, যে আরএফপি-র কোনও কিছুই পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি গঠন হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আরএফপি-র একমাত্র ধারণা ছিল যে কনসোর্টিয়াম, তার আর্থিক দরপত্র দেওয়ার সময়, ভবিষ্যতে একটি চুক্তি সম্পাদনের সময় এর ঠিক কী প্রয়োজন ছিল তা জানবে। লক্ষণীয় বিষয় হল যে, যদিও আর. এফ. পি-র একটি সময়সূচীতে নির্ধারিত একটি বিস্তৃত দরপত্র প্রক্রিয়ার পর্যায়ে কোনও চুক্তি নেই, তবুও, যতক্ষণ না কনসোর্টিয়াম এবং উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংস্থার মধ্যে একটি ছাড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, ততক্ষণ দরপত্র প্রক্রিয়াটি ভারতীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং উক্ত প্রক্রিয়ার অধীনে বা তার সাথে সম্পর্কিত বিরোধগুলির উপর মুম্বাইয়ের আদালতগুলির একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো যে, জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট (উত্তরদাতা নং ১) বিড প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারে কোনো কারণ প্রদর্শন না করেই, যেটি পূর্বে উল্লেখিত অনুযায়ী, কনসেশন চুক্তি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন এবং উত্তরদাতা নং ১ এর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত হতে পারে। একইভাবে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল ছাড় চুক্তির খসড়া, যা আর. এফ. পি নথির অংশ এবং তাই, কনসোর্টিয়াম দরপত্রের একটি অংশ বলে মনে করা হয়। এই ছাড় চুক্তির খসড়ায় নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে একটি সালিশ ধারা রয়েছে।

"১৯.১ সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তি

যদি এই চুক্তির অধীনে কোনও পক্ষের অধিকার, কর্তব্য বা দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত বা উদ্ভূত কোনও উপায়ে কোনও শর্তাবলীর নির্মাণ, ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং ছাড় প্রদানকারীর মধ্যে কোনও বিরোধ বা পার্থক্য বা দাবি উত্থাপিত হয়,

"মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৫৭

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

এই চুক্তির সমাপ্তির আগে বা পরে যাই হোক না কেন, পক্ষগুলি তাদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই ধরনের বিরোধ, পার্থক্য বা দাবি সমাধানের প্রয়াসে যে কোনও পক্ষের অনুরোধে অবিলম্বে একত্রিত হবে।

XXX

১৯.৩ সালিশ

(ক) সালিশকারী

বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান বা পার্টিরা পারস্পরিক সম্মতিতে নিযুক্ত করা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সমাধান ব্যর্থ হলে, বিরোধ বা পার্থক্য বা দাবির ক্ষেত্রে, তা চূড়ান্তভাবে বাধ্যতামূলক সালিশী দ্বারা সমাধান করা হবে যা , সালিশ ও সমঝোতা আইন ১৯৯৬ এর অধীনে হবে। পক্ষগুলো অন্যথায় সম্মত না হলে, সালিশী প্রক্রিয়া আরম্ভ করার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র, নিউ দিল্লি কর্তৃক নির্ধারিত সালিশী নিয়মাবলী অনুসরণ করা হবে। সালিশী হবে তিনজন সালিশকারী একটি প্যানেল দ্বারা, যার মধ্যে একজন প্রতিটি পক্ষ দ্বারা নিযুক্ত হবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি সভাপতির ভূমিকায় থাকবেন, তাঁকে দুটি সালিশকারী যাদের পক্ষগুলো নিযুক্ত করেছে, তারা নিযুক্ত করবে। সালিশী প্রক্রিয়া একপক্ষ কর্তৃক অন্যপক্ষকে লিখিতভাবে সালিশী প্রক্রিয়া আরম্ভ করার নোটিশ পাঠানোর মাধ্যমে আরম্ভ করা হবে এবং এক পক্ষ তাদের সালিশকারী নিযুক্ত করবে। নোটিশ পাওয়ার পর, অন্য পক্ষ দ্বিতীয় সালিশকারী নিযুক্ত করবে। এভাবে নিযুক্ত দুই সালিশকারী তৃতীয় সালিশকারী, যিনি 'সভাপতি সালিশকারী' হিসেবে কাজ করবেন, তাকে নিযুক্ত করবেন। যদি অন্য পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সালিশকারী নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে প্রথম পক্ষ দ্বারা নিযুক্ত সালিশকারী 'একক সালিশকারী' হিসেবে বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।

(খ) সালিশের স্থান

সালিশের স্থান হবে 'কনসেশনিং অথরিটি ইন ইন্ডিয়া'-র সদর দপ্তর

(গ) ইংরেজি ভাষা

সালিশের অনুরোধ, অনুরোধের উত্তর, রেফারেন্সের শর্তাবলী, যে কোনও লিখিত জমা, যে কোনও আদেশ এবং রায় ইংরেজিতে হবে এবং যদি মৌখিক শুনানি হয় তবে শুনানিতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হবে।

(ঘ) পদ্ধতি

'সালিশকারী/সালিশ ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ সহ সালিশের মধ্যে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, প্রমাণের যে নিয়মগুলি প্রয়োগ করতে হবে তা সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ অনুসারে হবে।

(c) রায়ের প্রয়োগ

সালিশের ফলে যে কোনও সিদ্ধান্ত বা রায় পক্ষগুলির জন্য চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হবে। এখানে পক্ষগুলি সম্মত হয় যে সালিশ কার্যধারার পক্ষগুলির বিরুদ্ধে বা তাদের সম্পদের বিরুদ্ধে যেখানেই পাওয়া যায় সেখানে সালিশ রায় কার্যকর করা যেতে পারে এবং সালিশ রায়ের উপর একটি রায় তার এখতিয়ারযুক্ত যে কোনও আদালতে প্রবেশ করা যেতে পারে।

(চ) ফি এবং খরচ

'সালিসকারীদের ফি ও ব্যয় এবং সালিশের অন্যান্য সমস্ত ব্যয় সালিসকারীদের দ্বারা নির্ধারিত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি প্রাথমিকভাবে বহন করবে এবং সমানভাবে প্রদান করবে। সালিসকারীরা সফল পক্ষকে তার খরচ এবং সালিশ দাবি আনতে বা রক্ষা করার জন্য খরচ, আইনি ফি এবং পক্ষের দ্বারা ব্যয় সহ প্রতিদানের জন্য সালিশ পুরষ্কারে প্রদান করতে পারে।

(ছ) সালিশের সময় কর্মক্ষমতা

কোনও বিরোধ, পার্থক্য বা দাবির বিষয়ে জমা দেওয়া এবং/অথবা সিদ্ধান্তের জন্য বা সালিসী রায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত, পক্ষগুলি এই চুক্তির অধীনে তাদের সমস্ত বাধ্যবাধকতা এই ধরনের রায় অনুসারে চূড়ান্ত সমন্বয়কে পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই চালিয়ে যাবে।

৪, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল লক্ষ্য করা যে, আর. এফ. পি এবং ছাড় চুক্তির খসড়ার মধ্যে যদি কোনও অসঙ্গতি থাকে, তবে ছাড় চুক্তির খসড়াটি আর. এফ. পি-কে অগ্রাহ্য করবে। আর. এফ. পি কনসোর্টিয়ামের আর্থিক দরপত্র গৃহীত হলে একটি রায়পত্র দেওয়ার কথাও বলে। যা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আর. এফ. কিউ এবং আর. এফ. পি উভয়ের সাথে সংযুক্ত সময়সূচির অধীনে দরপত্র প্রক্রিয়া নির্দেশ করে, ছাড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয় দরপত্র প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় হিসাবে রায়পত্রের পরে। যেহেতু এই সময়সূচীটি গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় পক্ষের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে, তাই আরএফকিউ-এর সময়সূচী নীচে দেওয়া হলঃ

"মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৫৯

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

১.৩ নিলাম প্রক্রিয়ার সময়সূচী

কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত সময়সূচী মেনে চলার চেষ্টা করবে।

| | |
|---|---|
| | তারিখ |
| | |
| | ৩০ মার্চ, ২০০৯ |
| | ১৫ এপ্রিল ২০০৯ |
| | ৩০ এপ্রিল ২০০৯ |
| | পরে ঘোষণা করা হবে |
| | **অনুমানিত তারিখ** |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | সর্বশেষ নির্দিষ্ট করা হবে |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | বিড জমা দেওয়ার তারিখে |
| | বিড জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে |
| | বিড জমা দেওয়ার ১২০ দিন |
| | এলওএ-এর পুরস্কার ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে |

৫. অবশেষে, যেহেতু কনসোর্টিয়ামের বিড, যা ১৫.১০.২০১০ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল, তা আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হয়েছিল, উত্তরদাতা নং ১ কনসোর্টিয়ামকে ২৬.০৯.২০১১ তারিখে একটি রায়ের পত্র প্রদান করে, যা কনসোর্টিয়াম দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।



৬, এদিকে, পক্ষগুলির মধ্যে সঠিক স্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং যেহেতু ছাড় চুক্তি স্বাক্ষর করতে বিলম্ব হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা নং ২ দর প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।এটি আবেদনকারী দ্বারা ০২.০৪.২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ১-কে অবহিত করা হয়েছিল। ৩০.০৪.২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, উত্তরদাতা নং ১ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী, যাকে এখন একমাত্র দরদাতা হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাকে ছাড় চুক্তির খসড়া আকারে চুক্তিটি প্রবেশ এবং সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন নির্দেশ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

যাইহোক, চিঠিটি অনুমোদন অনুযায়ী জাহাজ মন্ত্রকের উপর এই শর্ত আরোপ করে। এই ধরনের অনুমোদনের প্রত্যাশায়, ৩০.০৫.২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ১-কে লিখেছিলেন যে এটি আসলে ছাড় চুক্তি কার্যকর ও সম্পাদনের জন্য আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন অন্তর্ভুক্ত করেছে। এদিকে, আবেদনকারীকে ৩০.০৮.২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে জাহাজ মন্ত্রক আবেদনকারীর অনুরোধ অনুযায়ী কনসোর্টিয়াম থেকে একক সত্তায় পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়নি।

৭. এই ক্ষেত্রে, ১৮.০৯.২০১২-এ, কনসোর্টিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত দরপত্রের সুরক্ষাটি উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা নগদ করা হয়েছিল, যার পুনরুদ্ধারের জন্য, ২১.০৯.২০১৫-এ একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা এখনও বিচারাধীন। এই পর্যায়ে, উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা ১২.০৯.২০১২ তারিখের একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দ্বারা, কনসোর্টিয়ামকে মূল সম্মতিতে দরপত্রের তার অংশটি সম্পাদন করার জন্য ডাকা হয়েছিল। যেহেতু এটি করা হয়নি, ১৬.১০.২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারী দ্বারা প্রদত্ত এবং স্বীকৃত রায়ের চিঠিটি ২৬.০৯.২০১১-এ উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা "প্রত্যাহার" করা হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ, ১ নং উত্তরদাতা, ১ নং আইডি তারিখের একটি চিঠিতে, কনসোর্টিয়ামের বিরুদ্ধে ক্ষতির মাধ্যমে ৩ কোটি টাকার দাবি করেছেন এবং ২ নং আইডি তারিখের একটি সালিশ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে যে, খসড়া ছাড় চুক্তির ১৯ নং ধারাটি পক্ষগুলিকে পরিচালনা করবে এবং তারা বোম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি. জি. পালশিকারকে তাদের সালিসকারী হিসাবে নিয়োগ করছে। আবেদনকারী এবং ২ নং উত্তরদাতাকে এই চিঠি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সালিসকারী নিয়োগ করতে বলা হয়েছিল। ২৯.০৪.২০১৫ তারিখের একটি উত্তরে, আবেদনকারী বলেছিলেন যে যেহেতু পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি হয়নি, তাই খসড়া ছাড় চুক্তির ১৯ নং ধারাটি পক্ষগুলিকে পরিচালনা করবে না এবং ইঙ্গিত দিয়েছিল যে যদি উত্তরদাতা নং ১ সম্মত হন, তবে একটি সালিশ চুক্তি করা যেতে পারে বিভিন্ন স্কোরের উপর উদ্ভূত বিরোধগুলি সমাধান করার জন্য পক্ষগুলির মধ্যে। ০৪.০৭.২০১৫ তারিখের এই চিঠির উত্তরে, উত্তরদাতা নং ১

"মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৬১

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

পুনর্ব্যক্ত করতে থাকে যে এটি খসড়া ছাড় চুক্তির সালিশ ধারা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং যেহেতু ৩০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আপিলকারী দ্বারা কোনও সালিসকারী নিয়োগ করা হয়নি, এবং যেহেতু উক্ত ধারাটি প্রদান করেছে যে উত্তরদাতা নং দ্বারা নিযুক্ত সালিসকারী এখন পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার একমাত্র সালিসকারী হবেন, বিচারপতি পালশিকারকে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার আহ্বান জানান।

৮। এরপর সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ১৬ নম্বর ধারার অধীনে আবেদনকারী এবং ২ নম্বর উত্তরদাতা একক সালিসকারীর কাছে একটি আবেদন দাখিল করেন, যেখানে তাঁরা যুক্তি দেন যে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে কোনও সালিসি ধারা প্রবেশ করেনি এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, ১ নম্বর উত্তরদাতা যে সালিসি ধারার উপর নির্ভর করেছিলেন তা বিলের সঙ্গে খাপ খায় না কারণ সেই ধারার অধীনে যে বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করা হবে সেগুলি কেবল একটি ছাড় চুক্তির সাথে সম্পর্কিত যা এখনও প্রবেশ করা হয়নি, যে পক্ষের উত্তরদাতা ১ নম্বর এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন হবে, এবং ২ নম্বর উত্তরদাতা নয়। বিজ্ঞ সালিসকারী আপিলকারীর সঙ্গে একমত হন এবং বলেনঃ

২৫, যোগ্যতার জন্য অনুরোধ একটি অনুরোধ, চুক্তি নয়। একইভাবে প্রস্তাবের জন্য অনুরোধও একটি চুক্তির জন্য অনুরোধ নয়। উভয়ই দাবিদার দ্বারা উত্তরদাতাদের কাছে তাদের যোগ্যতা এবং প্রস্তাবের জন্য করা অনুরোধ। এটি কোনও সালিশ ধারার কোনও উল্লেখ করতে পারে না এবং নেই। একইভাবে এলওএ-তে এমন কোনও উল্লেখ নেই এবং তাই এমন কোনও চুক্তি নেই যেখানে সালিশ ধারা অন্তর্ভুক্ত কোনও নথির উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আরএফকিউ এবং আরএফপি উভয়েরই ধারা ৬ (১)-এ বলা হয়েছে যে, নিলাম প্রক্রিয়া অনুসারে বা তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধের জন্য মুম্বাইয়ের আদালতগুলির একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে, এর অর্থ এই নয় যে এটি কোনও সালিশ ধারা উল্লেখ করে একটি নথি।

২৬। এই বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, ১৬ই অক্টোবর ২০১২ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে দাবিদার কর্তৃক গ্রহণযোগ্যতা পত্রটি বাস্তবিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এই চিঠির ৪র্থ অনুচ্ছেদে এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"কনসোর্টিয়াম রায়ের পত্রের বিধিগুলির প্রতি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কনসেশন চুক্তি সই করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

২৭। তারপর ৬ নং অনুচ্ছেদে এটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"উক্ত পরিবর্তন প্রস্তাবের একটি পরিবর্তন গঠন করে এবং কার্যকর করার জন্য প্রস্তাবিত খসড়া ছাড় চুক্তির একটি পরিবর্তনও গঠন করে। খসড়া ছাড় চুক্তিতে উল্লিখিত বিচ্যুতিটি বিচারপতি এন. পি. টি দ্বারা গৃহীত হয় না। "বিড পর্যায় শেষ হয়েছে রায়ের পত্র জারি হওয়ার মাধ্যমে এবং এলওএ জারি হওয়ার পর আর কোনো পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে না।"

২৮। তারপর ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিলম্ব এবং খেলাপির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত পুরষ্কারপত্র বাতিল এবং এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের প্রত্যাহারের পরে এমন কোনও নথি বা অনুরোধের অস্তিত্ব থাকতে পারে না যা কোনও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে, প্রকৃতপক্ষেও ছাড় চুক্তি কোনও পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় না এবং তাই কোনও নথি বা চুক্তির কোনও উল্লেখ নেই, যার অস্তিত্ব আইনের ৭ (৫) ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।

৯। সালিশি এবং সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ৩৭ ধারার অধীনে হাইকোর্টের কাছে এই আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে বিদ্বান সালিসকারীর আদেশ বাতিল করা হয়েছিল। হাইকোর্ট বলেছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি রয়েছে কারণ আপিলকারী কর্তৃক লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড গৃহীত হয়েছে এবং যেহেতু সালিশ ধারাটি পক্ষগুলির মধ্যে দরপত্রের নথির একটি অংশ গঠন করে, তাই সালিশ ধারাটি পক্ষগুলিকে পরিচালনা করবে। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আপিলকারীর পক্ষ থেকে একটি বিকল্প যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে যদিও এটি বলা হয়েছিল যে পক্ষগুলি প্রশ্নযুক্ত সালিশ ধারা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তবুও এই ধারাটি এম. আর. ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সোম দত্ত বিল্ডার্স লিমিটেড, (২০০৯) ৭ এস. সি. সি. ৬৯৬-এ আমাদের রায়ের ভাষায় "অনুপযুক্ত" ছিল। এই যুক্তিটি যদিও রায়ে লক্ষ্য করা গেছে, তবে রায় দ্বারা উত্তর দেওয়া হয়নি।

১০. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অমিত সিবাল আমাদের সামনে বিস্তারিত জমা দিয়েছেন। তাঁর মতে, আরএফকিউ এবং আরএফপি-র বিশদ পাঠে, প্রথম যে বিষয়টি মাথায় আসে তা হল উভয় নথিতে একটি দাবিত্যাগ রয়েছে যা স্পষ্টভাবে বলে যে কোনও নথিই পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, তিনি আরএফকিউ এবং আরএফপি উভয়ের সময়সূচী এবং "বিড প্রক্রিয়া"-র সংজ্ঞার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেন যা দেখায় যে

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৬৩

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

অন্তত বর্তমান দরপত্রের ক্ষেত্রে, পুরষ্কার পত্র কোনও প্রস্তাবের অযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা নয়, তবে একটি চুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যা উত্তরদাতা নং ১ এবং অন্য একটি সত্তার মধ্যে ছাড় চুক্তির আকারে স্বাক্ষরিত হতে হবে, যা এই উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য যানবাহন সেটআপ। একইভাবে, ছন্মবেশী প্রবীণ উকিলের মতে, মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে দরপত্র প্রক্রিয়াটি আরএফকিউ দিয়ে শুরু হয় এবং ছাড় চুক্তির চূড়ান্ত স্বাক্ষরের সাথে শেষ হয়। বিজ্ঞ প্রবীণ উকিলের মতে, এই ধরনের ছাড় চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত, শুধুমাত্র মুম্বাইয়ের আদালতগুলির আরএফকিউ এবং আরএফপি উভয়ের অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিতে পারে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে। এর পরেই যদি উত্তরদাতা নং ১ এবং বিশেষ উদ্দেশ্য যানবাহনের মধ্যে কোনও ছাড় চুক্তি করা হয় তবে সালিশ ধারাটি শুরু হবে এবং সেই দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ছাড় চুক্তির পরে যে বিরোধ দেখা দেবে তা পরিচালনা করবে। তিনি আরএফপি নথির একটি ধারার উপরও দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন, যা উত্তরদাতা নং ১ হিসাবে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল। ছাড় চুক্তিতে প্রবেশের পর্যায় পর্যন্ত দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারতেন, কিন্তু তার পরে নয়। তিনি সেই তারিখের চিঠির উপরও দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন, যার মাধ্যমে আগে যে লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল তা "প্রত্যাহার" করা হয়েছিল, যা দেখায় যে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি হয়নি, অন্যথায় ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি "সমাপ্ত" হয়ে যেত। তিনি এই আদালতের রায়ে শক্তিশালীভাবে নির্ভর করেছিলেন, যা **ড্রেসার র‍্যান্ড এস.এ. বনাম বিন্দাল এগ্রো কেম লিমিটেড এবং অন্য**(২০০৬) ১ এসএসসি ৭৫১ মামলায় ছিল এবং যা **ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম টেলিফোন কেবলস লিমিটেড**(২০১০) ৫ এসএসসি ২১৩ মামলায় অনুসৃত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, একটি প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতিতে, এই আদালত দু'বার বলেছে যে, পক্ষগুলির মধ্যে কোনো চূড়ান্ত চুক্তি না থাকায়, কোনো সালিশী ধারা থাকতে পারে না যা পক্ষগুলিকে বাধ্য করবে। তিনি আরইপি নথির উপরও শক্তিশালীভাবে নির্ভর করেছিলেন, যা দেখাতে যে বিড একক সত্তা বা কনসোর্টিয়াম দ্বারা হতে পারে, এবং তারপর তিনি আরইপি নথিতে একটি ক্লজ দেখান যার মাধ্যমে কনসোর্টিয়ামে পরিবর্তন করা যেতে পারে, তবে আবেদনকারী ওই কনসোর্টিয়ামের নেতৃত্বকারী সদস্য হিসেবে থাকতে হবে। তার মতে, এই ধারার উপর নির্ভর করে, উত্তরদাতা নং ১ যদি একা থাকতো, তবে কনসোর্টিয়াম থেকে একক সত্তায় পরিবর্তন গ্রহণ করতো, কিন্তু বিড নথির বাইরে, উত্তরদাতা নং ১ মন্ত্রণালয় থেকে নিশ্চয়তা নিতে গিয়েছিল, যা সেই পরিবর্তন নিশ্চিত করতে অস্বীকার করেছিল। শ্রী সিবল একটি "বিহীন পক্ষপাত" যুক্তি উপস্থাপন করেন, এই অনুমান করে যে সালিশী ক্লজ প্রযোজ্য হবে, যে ধারাটি সম্পূর্ণভাবে "অপ্রাসঙ্গিক" হবে, যেমনটি **এম.আর. ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস**

**প্রাইভেট লিমিটেড** (উপরোক্ত) মামলায় বলা হয়েছে, কারণ এটি কেবলমাত্র এমন প্রশ্নগুলির সমাধান করতে হবে যা একটি কনসেশন চুক্তির অধীনে উঠতে পারে, যা কখনও প্রবেশ করা হয়নি, এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং বিশেষ উদ্দেশ্য বাহনের মধ্যে, এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং আবেদনকারী ও উত্তরদাতা নং ২ এর মধ্যে নয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যদিও এই যুক্তি হাইকোর্টের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, হাইকোর্ট এই দাবির প্রতি মনোযোগ দেয়নি বা এই যুক্তিটির উত্তর দেয়নি।

১১. ১ নং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রবীণ অ্যাটর্নি জনাব দুষ্যন্ত দাভে আমাদেরকে আরএফকিউ এবং আরএফপি-র মাধ্যমে নিয়ে যান এবং এর বিভিন্ন ধারার উপর নির্ভর করেন। তিনি আমাদের আবেদনকারী এবং ২ নং উত্তরদাতার মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ দরপত্র চুক্তির মাধ্যমেও নিয়ে যান। তাঁর মতে, আরএফপি-র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যে ছাড় চুক্তির খসড়া দুজনের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে আরএফপি-কে অগ্রাহ্য করবে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু পক্ষগুলির মধ্যে একটি সালিশ ধারা তাদের পরিচালনা করে, তাই মুম্বাইয়ের আদালতের একচেটিয়া এখতিয়ারের অসঙ্গতিপূর্ণ ধারাটি ক্ষতির বাইরে চলে যাবে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বর্তমান মামলায় দরদাতা কেবল তাঁর পক্ষে রায় পত্র স্বীকার করেননি, যা উভয় পক্ষের মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি ছিল, তবে খসড়া ছাড় চুক্তির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছিলেন যা বোঝায় যে তারা তাই এতে অন্তর্ভুক্ত সালিশ ধারা দ্বারা পরিচালিত হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে এই সত্যের উপর নির্ভর করেছিলেন যে এটি কখনই ধারণা করা যেতে পারে না যে যদি দর প্রক্রিয়া চলাকালীন বিরোধ দেখা দেয় তবে উত্তরদাতা নং ১ কে সালিশ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে আদালতে নিয়ে যেতে হবে এবং আমাদেরকে তার উদ্দেশ্য অনুসারে চুক্তিটি দেখতে এবং বাণিজ্যের ব্যক্তি হিসাবে একই দিকে নজর দিতে বলা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, ইউনিসি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, (২০০৯)। এস. সি. সি ১০৭-এ এই আদালতের একটি সরাসরি রায় এই মামলার ঘটনাবলীর সাথে খুব মিল রয়েছে তা পরিচালনা করবে। তিনি এম. আর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে) রায়ের অনুচ্ছেদ ২৪ (ফ)-এর উপরও দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন যে, তথ্যের ভিত্তিতে, তিনি এই উপ-অনুচ্ছেদে নির্ধারিত অনুপাতের মধ্যে পড়বেন। তিনি তার এল. আর বনাম টি দ্বারা কোলিপারা শ্রীরামুলু (মৃত) মামলার এই আদালতের রায়ের উপরও দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। অশ্বত্থ নারায়ণ (মৃত) তাঁর এল. আর. এবং অন্যান্যদের দ্বারা, (১৯৬৮) ৩ এস. সি. আর ৩৮৭-এ বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র পক্ষগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতে হতে পারে, এর অর্থ এই নয় যে যদি এই ধরনের ভবিষ্যতের আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা না হয়, তবে অন্যথায় তথ্যের ভিত্তিতে একটি

চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাঁর মতে, বর্তমান মামলার ঘটনাগুলি এই রায়ের অনুপাতের মধ্যে পড়ে। তিনি এই বলে শেষ করেন যে এমনকি এই ধরে নিয়ে যে

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৬৫

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

হাইকোর্টের রায় ভুল ছিল, আমাদের ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত নয় এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে, আপিলকারীর আচরণের ফলস্বরূপ, একটি বিশাল রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা এই সত্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যে ৫০.৮:৪৯.২-এর রাজস্ব ভাগাভাগির অনুপাত এখন হ্রাস পেয়েছে, আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে একটি নতুন টেন্ডারে, ৩৫:৬৫-এ।

১২. উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে বৈধ পরামর্শ শোনার পর, আর. এফ. পি-র কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

"দাবি

'প্রস্তাব নথির জন্য এই অনুরোধে ("আরএফপি") থাকা তথ্য বা পরবর্তীকালে দরদাতাদের দেওয়া তথ্য, মৌখিকভাবে বা তথ্যচিত্রে বা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বা তাদের কোনও কর্মচারী বা উপদেষ্টাদের দ্বারা বা অন্য কোনও আকারে, এই আরএফপি-তে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং অন্যান্য শর্তাবলী এবং এই জাতীয় তথ্য সরবরাহ করা সাপেক্ষে দরদাতাদের সরবরাহ করা হয়।

'এই আরইপি কোনও চুক্তি নয় এবং সম্ভাব্য দরদাতা বা অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে কর্তৃপক্ষের কোনও প্রস্তাব বা আমন্ত্রণও নয়।' এই আরএফপি-র উদ্দেশ্য হল আগ্রহী পক্ষগুলিকে এমন তথ্য প্রদান করা যা তাদের আর্থিক সহায়তা করতে সহায়ক হতে পারে, এই আরএফপি ("বিড") অনুসারে প্রস্তাবগুলি। এই আরএফপি-তে বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রকল্প সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অনুমান এবং মূল্যায়নকে প্রতিফলিত করে। এই ধরনের অনুমান, মূল্যায়ন এবং বিবৃতি প্রতিটি দরদাতাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ধারণ করে না। এই আর. এফ. পি সমস্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ, তার কর্মচারী বা উপদেষ্টাদের পক্ষে এই আর. এফ. পি পড়া বা ব্যবহার করা প্রতিটি পক্ষের বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, আর্থিক পরিস্থিতি এবং নির্দিষ্ট চাহিদা বিবেচনা করা সম্ভব নয়। এই আর. এফ. পি-তে থাকা অনুমান, মূল্যায়ন, বিবৃতি এবং তথ্য, বিশেষত [সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন], সম্পূর্ণ, নির্ভুল,

পর্যাপ্ত বা সঠিক নাও হতে পারে। অতএব, প্রতিটি দরদাতাকে তার নিজস্ব তদন্ত এবং বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে হবে এবং এই আর. এফ. পি-তে থাকা অনুমান, মূল্যায়ন, বিবৃতি এবং তথ্যের নির্ভুলতা, পর্যাপ্ততা, নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সম্পূর্ণতা পরীক্ষা করতে হবে এবং উপযুক্ত উৎস থেকে স্বাধীন পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।



এই আর. এফ. পি-তে দরদাতাদের দেওয়া তথ্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে কয়েকটি আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রদত্ত তথ্য বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ নয় এবং আইনের একটি সম্পূর্ণ বা কর্তৃত্বপূর্ণ বিবৃতি হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। কর্তৃপক্ষ এখানে প্রকাশিত আইনের কোনও ব্যাখ্যা বা মতামতের জন্য নির্ভুলতার বা অন্য কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

"" "কর্তৃপক্ষ, তার কর্মচারী এবং উপদেষ্টারা কোনও প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না এবং কোনও আইন, বিধি, বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কোনও আবেদনকারী বা দরদাতা সহ কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না, ক্ষতিপূরণ বা অন্যায্য সমৃদ্ধকরণের নীতি বা অন্যথায় কোনও ক্ষতি, ক্ষতি, ব্যয় বা ব্যয়ের জন্য যা এই, আরএফপি-তে থাকা কোনও কিছুর কারণে উদ্ভূত হতে পারে বা হতে পারে বা ভোগ করতে পারে, আরএফপি-র নির্ভুলতা, পর্যাপ্ততা, শুদ্ধতা, সম্পূর্ণতা বা নির্ভরযোগ্যতা সহ এবং এতে থাকা কোনও মূল্যায়ন, অনুমান, বিবৃতি বা তথ্য বা এই আরএফপি-র অংশ হিসাবে বিবেচিত বা এই বিড পর্যায়ে যে কোনও উপায়ে উদ্ভূত হতে পারে।"

XXX

কর্তৃপক্ষ কোনও প্রকৃতির কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে না, তা অবহেলার ফলস্বরূপ হোক বা অন্যথায় কোনও দরদাতাকে এই আর. এফ. পি-তে থাকা বিবৃতির উপর নির্ভর করার ফলে হোক।

এই আর. এফ. পি-র বিষয়টি বোঝায় না যে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের জন্য একজন দরদাতা নির্বাচন করতে বা নির্বাচিত দরদাতা বা ছাড়দাতা নিয়োগ করতে বাধ্য এবং কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই সমস্ত বা যে কোনও দরদাতা বা দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

'দরদাতা তার দরপত্রের প্রস্তুতি এবং জমা দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত সমস্ত খরচ বহন করবে, যার মধ্যে রয়েছে প্রস্তুতকরণ, অনুলিপি, ডাক, ডেলিভারি ফি, কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোনও প্রদর্শনী বা উপস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত খরচ বা তার দরপত্রের সাথে সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত অন্য কোনও খরচ। এই জাতীয় সমস্ত খরচ এবং ব্যয় দরদাতাদের কাছে থাকবে এবং দরপত্র প্রক্রিয়া পরিচালনা বা ফলাফল নির্বিশেষে, দরপত্র প্রস্তুত বা জমা দেওয়ার সময় কোনও দরদাতাকে যে কোনও উপায়ে বা অন্য কোনও খরচ বা অন্যান্য ব্যয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ হবে না।

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৬৭

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

XXX

১.১.২. নির্বাচিত দরদাতা, যিনি হয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা অথবা নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেন। "ছাড় চুক্তি (" "ছাড়দাতা" ") কার্যকর করার আগে, (নকশা, প্রকৌশল), অর্থায়ন, সংগ্রহ, নির্মাণ, পরিচালনা এবং খ. নির্বাচিত দরদাতা এবং" "ছাড় চুক্তি" "-র মধ্যে স্বাক্ষরিত দীর্ঘমেয়াদী ছাড় চুক্তির (" "ছাড় চুক্তি" ") বিধানগুলির অধীনে এবং অনুসারে প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।" কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফরমে, যা এখানে প্রদত্ত দরপত্রের অংশ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

XXX

১.১৫ ছাড় চুক্তিটি ছাড়দাতার পরিষেবাগুলি এবং বাধ্যবাধকতাগুলি ("ছাড়",হিসাবে পরিচিত ) সহ ছাড়দাতার ছাড় দেওয়ার জন্য বিস্তারিত শর্তাদি এবং শর্তাদি নির্ধারণ করে।

১.১.৬ এই আর. এফ. পি-তে থাকা বিবৃতি ও ব্যাখ্যাগুলি এই আর. এফ. পি-র বিষয়বস্তু সম্পর্কে দরদাতাদের যথাযথ বোঝাপড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং ছাড় চুক্তিতে বর্ণিত ছাড়দাতার পরিষেবা ও বাধ্যবাধকতার পরিধি বা এই আর. এফ. পি বা এর শর্তাবলী অনুসারে প্রদত্ত ছাড়, কাজের সুযোগ সংশোধন, পরিবর্তন, পরিপূরক বা স্পষ্ট করার কর্তৃপক্ষের অধিকারকে কোনওভাবেই বা পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ হিসাবে বিবেচনা বা ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। ফলস্বরূপ, এই আর. এফ. পি সহ দরপত্রের নথিতে যে কোনও ত্রুটি, দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব এই অভিপ্রায়কে কার্যকর করার জন্য যথাযথভাবে উল্লেখ, ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করতে হবে, এফ এবং সেই কারণে কোনও দাবি কর্তৃপক্ষ দ্বারা গ্রহণ করা হবে না।

XXX

১.২.৩. দরপত্রের নথিতে প্রকল্পের জন্য ছাড় চুক্তির খসড়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষ/পরামর্শদাতাদের

দ্বারা প্রস্তুত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন ("সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন") অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২.১.৩ ধারার বিধান সাপেক্ষে, উপরোক্ত নথি এবং এই আর. এফ. পি নথির পরে জারি করা যে কোনও সংযোজন, তবে দরপত্রের নির্ধারিত তারিখের আগে, দরপত্রের নথির অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।



XXX,

১.২.৬ দরপত্র আহ্বানের পর্যায়ে, দরদাতাদের প্রকল্পটি আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার জন্য এবং প্রকল্প রূপায়ণ সহ ছাড় প্রদানের জন্য তাদের নিজ নিজ দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়নগুলি তাদের খরচে সম্পন্ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

১.২.৭. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একজন দরদাতাকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য রাজস্বের শতাংশের ভিত্তিতে প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ছাড়ের সময়কাল পূর্বনির্ধারিত, যেমন ছাড় চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দরপত্রের মূল্যায়নের একমাত্র মানদণ্ড হবে রাজস্বের অংশ। ধারা ২.১৬-এর সাপেক্ষে, সর্বোচ্চ রাজস্বের অংশ উদ্ধৃত করে দরদাতাকে প্রকল্পটি প্রদান করা হবে।

XX,

১.৩ নিলাম প্রক্রিয়ার সময়সূচী

'কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত সময়সূচী মেনে চলার চেষ্টা করবেঃ

| | |
|---|---|
| | তারিখ |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| ক্রিয়া | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | নির্দিষ্ট করা হবে |

| | |
|---|---|
| | নির্দিষ্ট করা হবে |
| | বিডের নির্ধারিত তারিখ |
| | দরপত্রের নির্ধারিত তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে |
| | দরপত্রের নির্ধারিত তারিখের ১২০ দিন |
| | এলওএ-র ছাড়ের ৩০ দিনের মধ্যে |

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৬৯

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

২.১.৪ এর বিপরীতে যা কিছু থাকুক না কেন। একটি আর. এফ. পি-তে, ছাড় চুক্তির খসড়ায় নির্দিষ্ট করা বিস্তারিত শর্তাবলীর প্রভাব থাকবে; তবে শর্ত থাকে যে, এখানে দরদাতাকে আরোপিত যে কোনও শর্ত বা বাধ্যবাধকতা ছাড় চুক্তির অধীনে তার বাধ্যবাধকতা ছাড়াও কার্যকর থাকবে।

XXX

২.২.১ যেখানে দরদাতা একটি কনসোর্টিয়াম, সেখানে কনসোর্টিয়ামের গঠনে পরিবর্তনের অনুমতি কেবলমাত্র দরপত্র পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ দিতে পারে যেখানেঃ

ক) প্রধান সদস্য 'কনসোর্টিয়ামের প্রধান সদস্য হিসাবে অবিরত;

খ) বিকল্প সদস্য কমপক্ষে প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতার দিক থেকে, যেই কনসোর্টিয়াম সদস্যকে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে তার সমান হবে এবং সংশোধিত কনসোর্টিয়াম আবেদনকারীদের জন্য প্রাক-যোগ্যতা এবং শর্ট-লিস্টিং মানদণ্ড পূর্ণ করতে থাকবে; এবং

গ) নতুন সদস্য (গুলি) স্পষ্টভাবে কনসোর্টিয়ামের পক্ষে ইতিমধ্যে করা আবেদনটি গ্রহণ করে যেন এটি মূলত এটির একটি পক্ষ, এবং এই প্রকল্পের জন্য দরপত্র দেওয়া অন্য কোনও কনসোর্টিয়ামের আবেদনকারী/সদস্য নয়।

২. ২ কনসোর্টিয়ামের গঠন পরিবর্তনের অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত হতে হবে।

xxx

২.৫.২ এটা মনে করা হবে যে, একটি দরপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে, দরদাতা 'ক', দরপত্রের নথিগুলির একটি সম্পূর্ণ এবং যত্নশীল পরীক্ষা করেছেন;

খ. কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরোধ করা সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য পেয়েছেন;

গ. উপরের ২.৫.১ ধারায় উল্লিখিত যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত দরপত্রের নথিতে প্রদত্ত বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা বা তার দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের অপ্রতুলতা, ত্রুটি বা ভুলের ঝুঁকি স্বীকার এবং স্বীকার করেছে;



ঘ. ২.৫.১ ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি সহ সমস্ত বিষয়, জিনিস এবং তথ্য সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করেছে-একটি অবহিত বিড জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনীয়, প্রকল্পটি কার্যকর করার জন্য, দরপত্রের নথি অনুসারে এবং এর অধীনে তার সমস্ত বাধ্যবাধকতা সম্পাদনের জন্য;

ঙ. স্বীকার করেছে এবং সম্মত হয়েছে যে নিলাম নথিতে প্রদত্ত তথ্যের অপ্রতুলতা, সম্পূর্ণতা বা ভুলতার অভাব বা ২.৫.১ ধারায় উল্লিখিত কোনও বিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষতিপূরণ, ক্ষতি, তার দায়িত্ব পালনের জন্য সময় বাড়ানো, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাভের ক্ষতি বা ছাড় চুক্তির সমাপ্তির জন্য কোনও দাবির ভিত্তি হবে না; এবং,

চ. এর অধীনে এবং এর শর্তাবলীতে প্রদত্ত উদ্যোগগুলির দ্বারা আবদ্ধ হতে সম্মত হয়েছে

XXX

২.৬.১ এই আর. এফ. পি-তে যা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করার এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই যে কোনও সময় সমস্ত দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে বা এই ধরনের গ্রহণযোগ্যতা, প্রত্যাখ্যান বা বাতিলকরণের জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা এবং এর জন্য কোনও কারণ নির্ধারণ না করে।

XXX,

২.৭.২ দরপত্রের নথির অংশ হিসাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড় চুক্তির খসড়াটি এই আর. এফ. পি-র অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

XX,

২.১১.২ দরপত্রের সাথে থাকা নথিগুলি একটি পৃথক খামের মধ্যে রাখা হবে এবং "দরপত্রের সংযুক্তি" হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। নথিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

i. নির্ধারিত বিন্যাসে দরপত্র নিরাপত্তা (পরিশিষ্ট-২);

ii. নির্ধারিত বিন্যাসে (পরিশিষ্ট-৪); এবং

iii, শুরু করা প্রতিটি পৃষ্ঠার সাথে ছাড় চুক্তির অনুলিপি স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির দ্বারা-_ খ) নির্ধারিত বিন্যাসে দরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য অ্যাটোমির ক্ষমতা (পরিশিষ্ট-২);

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৭১

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

iv. প্রযোজ্য হলে, উপরের দফা (খ)-এ উল্লিখিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির অনুসরণে 'এ' কনসোর্টিয়ামের প্রধান সদস্যের জন্য পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি।

২.১৪ দরপত্রের বিষয়বস্তু

২.১৪.১ দরপত্রটি পরিশিষ্ট-১-এর বিন্যাসে সরবরাহ করা হবে এবং এতে দরদাতাকে উদ্ধৃত করতে হবে এমন একটি রাজস্ব অংশ থাকবে। 'দরদাতা এই আরএফপি এবং ছাড় চুক্তির বিধান অনুসারে প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য তাঁর দেওয়া রাজস্ব অংশটি (ভারতীয় টাকায়) নির্দিষ্ট করবেন।

২.১৪.২ প্রকল্পটি সর্বোচ্চ রাজস্বের অংশ উদ্ধৃত করে দরদাতাকে প্রদান করা হবে।

২.১৪.৩। দরপত্র আহ্বান এবং তা গ্রহণযোগ্যতা এই আর. এফ. পি-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২.১৪.৪ প্রস্তাবিত ছাড় চুক্তিটি বিডের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

XXX

২.২০.৭ নীচের শর্তে কর্তৃপক্ষের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই কর্তৃপক্ষের সময়, ব্যয় এবং প্রচেষ্টার জন্য পারস্পরিক সম্মত প্রকৃত পূর্ব-আনুমানিক ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষতির জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্রের সুরক্ষা বাজেয়াপ্ত এবং বরাদ্দ করা হবেঃ

ক) যদি দরদাতা একটি অ-প্রতিক্রিয়াশীল দর জমা দেয়;

খ) যদি একজন দরদাতা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত অনুশীলন, প্রতারণামূলক অনুশীলন, জবরদস্তিমূলক অনুশীলন, অবাঞ্ছিত অনুশীলন বা হিসাবে সীমাবদ্ধ অনুশীলনে জড়িত থাকে

(গ) যদি দরদাতা এই আর. এফ. পি-তে নির্দিষ্ট এবং দরদাতাদের দ্বারা সময়ে সময়ে বর্ধিত দরপত্রের বৈধতার সময়কালে তার দরপত্র প্রত্যাহার করে;

ঘ) নির্বাচিত দরদাতাদের ক্ষেত্রে, যদি এটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যর্থ হয়-

i, ছাড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করুন এবং/অথবা



ii, ছাড় চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পারফরম্যান্স সিকিউরিটি প্রদান করা; অথবা

ঙ) যদি নির্বাচিত দরদাতা, ছাড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, পারফরম্যান্স সিকিউরিটি সরবরাহ করার আগে তার কোনও লঙ্ঘন করে।

XXX

৩. ৩. ৫ বাছাইয়ের পর, নির্বাচিত দরদাতাকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড ("এলওএ") ডুপ্লিকেট আকারে জারি করা হবে এবং নির্বাচিত দরদাতা, এলওএ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, স্বাক্ষর করবেন এবং তার স্বীকৃতিতে এলওএ-র প্রতিলিপি ফেরত দেবেন। নির্বাচিত দরদাতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এল. ও. এ-র অনুলিপি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে না পেলে, কর্তৃপক্ষ, যদি তা জমা দেওয়ার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য সম্মতি না দেয়, তবে নির্বাচিত দরদাতাদের এল. ও. এ স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক সম্মত প্রকৃত পূর্ব-আনুমানিক ক্ষতি এবং ক্ষতির জন্য এই ধরনের দরদাতাদের বিড নিরাপত্তাকে যথাযথ করতে পারে এবং পরবর্তী যোগ্য দরদাতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. ৩. ৬ নির্বাচিত দরদাতাদের দ্বারা উল্লিখিত এল. ও. এ-র স্বীকৃতির পর, এটি ১.৩ ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাড় চুক্তি কার্যকর করবে। নির্বাচিত দরদাতাদের ছাড় চুক্তিতে কোনও বিচ্যুতি চাওয়ার অধিকার থাকবে না।

XXX

৬.১ নিলাম প্রক্রিয়াটি ভারতের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং মুম্বাইয়ের আদালতগুলির নিলাম প্রক্রিয়া অনুসারে এবং/অথবা সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধের উপর একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে।

১৩. উপরোক্ত ধারাগুলি একসঙ্গে পড়ার পর কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়-(i) প্রথম এবং সর্বাগ্রে আর. এফ. পি-র অগ্রভাগে থাকা একজন দাবিদার স্পষ্ট করে দেন যে, দলগুলির মধ্যে কেবল একটি দর প্রক্রিয়া চলছে এবং এর মধ্যে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি নেই (ii) এটি সমানভাবে স্পষ্ট যে, এমন বিড প্রক্রিয়া একটি রায়ের পত্র অন্তর্ভুক্ত করবে, যা উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা জারি করা হবে এবং এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী দুটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ থাকবে যা শেষ হলে খসড়া কনসেশন চুক্তি অবশেষে উত্তরদাতা নং ১ এবং কনসোর্টিয়াম দ্বারা গঠিত

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৭৩

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন এর মধ্যে চুক্তিতে পরিণত হবে। (iii) দরপত্র প্রক্রিয়ার পুরো পর্যায় জুড়ে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ফোরামটি শুধুমাত্র মুম্বাইয়ের আদালতগুলির কাছে থাকে এবং (iv) ছাড় চুক্তিতে প্রবেশের পর্যায় পর্যন্ত, উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা কোনও কারণ ছাড়াই দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করা যেতে পারে।

১৪। উপরন্তু, এটিও নির্দেশ করা যেতে পারে, ২৬.০৯.২০১১ তারিখের লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড পড়ার সময়, যা আবেদনকারী স্বীকার করেছেন, যেঃ

"৩, আরএফকিউ নথির ২.২.৬ ধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রকল্পটি (* ছাড়") বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আপনাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বাহন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. আর. এফ. পি নথির ধারা ২.২০.৫ অনুযায়ী, আপনার বিড সিকিউরিটি কার্যকর এবং প্রযোজ্য থাকবে যতক্ষণ না কনসেশনেয়ার কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ৩৩৫০ মিলিয়ন (তিন হাজার তিনশো পঁইত্রিশ মিলিয়ন রুপি) সমান পরিমাণ পারফরম্যান্স গ্যারান্টি প্রদান করে।

"৬. দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, এই রায়ের পত্র জারি হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আশা করা হচ্ছে।"

এটি দেখাবে যে, লেটার অফ অ্যাওয়ার্ডের পরেও শুধুমাত্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংস্থা স্থাপন করতে হবে এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংস্থাটিকে ছাড়পত্র বলা হবে। উপরন্তু, আবেদনকারীর দেওয়া দরপত্র সুরক্ষা কার্যকর থাকবে যতক্ষণ না বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংস্থাটি ৩৩ কোটি ৫০

লক্ষ টাকার সমান পরিমাণের পারফরম্যান্স গ্যারান্টি প্রদান করে এবং এই চিঠি জারি হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ছাড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৫. ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৭ নং ধারার অধীনে কোনও প্রস্তাবকে প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করার জন্য, গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই পরম এবং অযোগ্য হতে হবে। এই মামলার তথ্যে এটি স্পষ্ট যে লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড দ্বারা কোনও পরম এবং অযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা নেই-এমন একটি চুক্তি বলা যেতে পারে যা পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি হিসাবে আইনে প্রয়োগযোগ্য হবে তার আগে দুই বা তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।



১৬. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অমিত সিবাল ড্রেসার রান্ড এস. এ. (উপরে) এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (উপরে) উভয়ের উপরই নির্ভর করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক। ড্রেসার র‍্যান্ড এস. এ. (উপরে)-তে দেখা গেছে যে, কোনও ক্রয়ের অর্ডার না দেওয়া হলে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি হবে না। এই ধরনের ক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার আগে যা কিছু ঘটেছিল তা কেবল একটি চুক্তির প্রস্তাবনা হবে যা চুক্তির সাথে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এটি রায়ের ৩২ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ

৩২, যে শর্তাবলী সাপেক্ষে একটি চুক্তি পরিচালিত হবে, যখন তা করা হবে, তখন দলগুলি চুক্তিতে প্রবেশ করার মতোই নয়, একইভাবে, ক্রয় অর্ডার দেওয়ার সময় একটি ক্রয় পরিচালনা করবে এমন শর্তাবলীর সাথে একমত হওয়া ক্রয় অর্ডার দেওয়ার মতো নয়। একটি চুক্তির প্রস্তাবনা চুক্তির সাথে নিজেই বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। ১০-৬-১৯৯১ তারিখের সংশোধন ৪-এর উদ্দেশ্য ছিল যে যদি এবং কখন একটি ক্রয় অর্ডার বিন্ডাল দ্বারা স্থাপন করা হয়, তবে এটি বিন্ডালের "ক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী" দ্বারা পরিচালিত হবে, যা সংশোধন ৪ দ্বারা সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু যখন কোনও ক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়নি, তখন "ক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী" বা "ক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী"-র সালিশ ধারা কার্যকর বা প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠেনি। অতএব, ডি. আর এবং বি. আই. এন. ডি. এ. এল দ্বারা ক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলীতে পরিবর্তন সহ -এ "সংশোধন ৪"-এর সূচনা, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য কোনও সালিশ চুক্তি অস্তিত্বে আনেনি।

১৭. এই রায়টি ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (উপরে)-এ অনুসরণ করা হয়েছিল, যা বর্তমান মামলার তথ্যের সাথে খুব মিল। সেই ক্ষেত্রে দরদাতাদের নির্দেশের ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, দিল্লির আদালতগুলির ক্রয় আদেশ স্থাপনের জন্য বৃত্তগুলিতে অনুমোদন পত্র জারি না হওয়া পর্যন্ত দরপত্র থেকে উদ্ভূত বিরোধ বা দাবিগুলি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে। এর পরেই সালিশের জন্য চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ২০ নং ধারা চালু হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

২৩. অন্যদিকে, তৃতীয় ধারার সঙ্গে দরপত্র প্রক্রিয়া বা সরবরাহকারীদের নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তবে এতে এমন বিধান ছিল যা কার্যকারিতা পরিচালনা করবে, অর্থাৎ চুক্তির শর্তাবলী, যদি এবং কখন ক্রয় আদেশ দিয়ে চুক্তি করা হয়। সালিশ ধারা (ধারা ২০) দরপত্রের নথির তৃতীয় ধারার একটি অংশ।

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৭৫

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

২৪. দরপত্রের নথি অনুসারে, দরপত্র প্রক্রিয়া পরিচালনা করার শর্তাবলীর একটি স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে, এবং দরপত্র গ্রহণ করার সময় চুক্তিকে পরিচালনা করার শর্তাবলী। একটি অংশ দরপত্র প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে যার ফলে ক্রয় আদেশ দেওয়া হয়। সেই অংশে একটি বিধান ছিল যে, যদি দরপত্র বা দরপত্রের পর্যায়ে কোনও বিরোধ থাকে তবে বিরোধ নিষ্পত্তির ফোরাম কী হওয়া উচিত। অন্য অংশটি শর্তাবলী নির্ধারণ করে যা চুক্তি পরিচালনা করবে, যদি এবং কখন ক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়। সেই অংশে একটি বিধানও ছিল যে, দরদাতাদের নির্দেশাবলীর ৩০ নং ধারায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে যদি কোনও বিতর্ক হয় তবে ফোরামটি কী হওয়া উচিত তা স্পষ্ট করে দেয় যে দরপত্র-পর্যায়ের বিরোধের ক্ষেত্রে ফোরামটি দেওয়ানি আদালত হবে, অন্যদিকে সাধারণ শর্তাবলীর ২০ নং ধারাটি চুক্তি করার সময় কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এবং এটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যে যদি চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ফোরাম হবে সালিসী ট্রাইব্যুনাল

২৫। চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর (ধারা III) ধারাটি স্পষ্ট করে দেয় যে, নথির ধারা III-এ অন্তর্ভুক্ত চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী পণ্য সংগ্রহের জন্য ক্রেতার দ্বারা করা চুক্তিতে প্রযোজ্য হবে। ধারা III-এর ধারা ২০, অর্থাৎ সালিশ ধারাটি স্পষ্ট করে দেয় যে "এই চুক্তির অধীনে বা তার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও প্রশ্ন, বিরোধ বা পার্থক্য" সম্পর্কিত সালিশ উপলব্ধ। অতএব, এটা স্পষ্ট যে চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী (ধারা III) এবং সালিশের জন্য বিধান করা এর ধারা ২০, দরপত্র বা দরপত্র সম্পর্কিত কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে বা ক্রয়ের আদেশ না দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তবে কেবল বিএসএনএল দ্বারা ক্রয়ের আদেশ দিয়ে প্রদত্ত কোনও চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

xXx,

২৭. এটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে ধারা II (দরদাতাদের জন্য নির্দেশ) এবং ধারা IV (বিশেষ শর্তাবলী) যা দরপত্রের পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক, তাতে কোনও সালিশ ধারা নেই যাতে বলা হয়েছে যে বি. এস. এন. এল এবং দরদাতাদের মধ্যে

দরপত্র প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও বিরোধ থাকলে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে, অন্যদিকে, দরদাতাদের নির্দেশে একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যে, যদি দরপত্র জমা দেওয়ার (অনুমোদনের বিষয়টি) থেকে কোনও বিরোধ বা দাবি উদ্ভূত হয়, তবে কেবল আদালত



-এর এখতিয়ার থাকবে। অবশ্যই, যখন আবেদনকারী কোনও দরদাতাকে ক্রয়ের আদেশ দেন, তখন ক্রয়ের আদেশে একটি শর্ত থাকে যে, দরপত্রের নথির অংশ হিসাবে চুক্তির সাধারণ শর্তগুলি চুক্তির নথির একটি অংশ হবে এবং ফলস্বরূপ বিএসএনএল এবং দরদাতাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ক্ষেত্রে সালিশ ধারা প্রযোজ্য হবে।

XXX

২৯. অতএব, শুধুমাত্র যখন একটি ক্রয় আদেশ দেওয়া হত, তখনই একটি "চুক্তি" করা হত; এবং শুধুমাত্র যখন একটি চুক্তি করা হত, তখন সালিশ ধারা সহ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী চুক্তির একটি অংশ হয়ে যেত। যদি কোনও ক্রয় আদেশ না দেওয়া হয়, এবং ফলস্বরূপ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী (ধারা III) চুক্তির অংশ না হয়, তবে ধারা III-এর শর্তাবলী যার মধ্যে সালিশ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা আদৌ অস্তিত্বে বা কার্যকর হবে না। অন্য কথায়, ধারা III-এর সালিশ ধারাটি দরপত্র প্রক্রিয়া চলাকালীন কার্যত সালিশ চুক্তি ছিল না, তবে এমন একটি বিধান যা ভবিষ্যতে অস্তিত্বে আসবে, যদি 'ক্রয় আদেশ' দেওয়া হয়।

১৮. যাইহোক, শ্রী ডেভ তাঁর এলআর (উপরে উল্লেখিত) দ্বারা কোলিপারা শ্রীরামুলু (মৃত) মামলার রায়ের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। এই রায়ে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছে যে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে ভবিষ্যতের আনুষ্ঠানিক চুক্তির একটি নিছক উল্লেখ পক্ষগুলির মধ্যে বাধ্যতামূলক দরকষাকষিকে বাধা দেবে না, যদি বাস্তবে, এই জাতীয় দরকষাকষি হয়। রায়টি তখন বলেছিল যে "তবে, এমন কিছু মামলা রয়েছে যে ভবিষ্যতের চুক্তির উল্লেখ এমন শর্তে করা হয়েছে কিনা যা দেখায় যে পক্ষগুলি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত আবদ্ধ হতে চায়নি।"

১৯. আমাদের অভিমত হল যে বর্তমান মামলার তথ্যগুলি পূর্বোক্ত সাজার মধ্যে থাকা অনুপাত দ্বারা পরিচালিত হবে। যতদূর পর্যন্ত ইউনিসি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (সুপ্রা)-এর রায় সম্পর্কিত, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, উক্ত রায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ৪১ টি পালস অক্সিমিটার সরবরাহের জন্য পিজিআই দ্বারা

আপিলকারীর দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। যেহেতু দরপত্র নথিতে একটি সালিশ ধারা রয়েছে এবং যেহেতু এটি পাওয়া গেছে যে দরপত্র গ্রহণের মাধ্যমে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি করা হয়েছিল, তাই এর পক্ষগুলি পূর্বোক্ত ধারা দ্বারা আবদ্ধ হবে। এছাড়াও বলা হয়েছিল যে, অতিরিক্তভাবে, আবেদনকারীর দ্বারা সামগ্রী সরবরাহ এবং পিজিজে দ্বারা তার গ্রহণও ঘটেছিল, যা দেখাবে যে,

মেসার্স পি. এস. এ মুম্বাই ইনভেস্টমেন্টস পিটিই. লিমিটেড বনাম ৩৭৭

"জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড

আবেদনকারীর টেন্ডার, যার মধ্যে একটি সালিশী ধারা ছিল, তা উত্তরদাতা দ্বারা স্পষ্টভাবে গৃহীত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে এই মামলাটি সম্পূর্ণরূপে পৃথকযোগ্য, এবং উপরে আমাদের দ্বারা বর্ণিত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা স্পষ্ট যে লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড পর্যায়ে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি ছিল না এবং তাই এই রায় প্রযোজ্য হবে না।

২০. শ্রী ডেভ আইনাক্স উইন্ড লিমিটেড বনাম থার্মোকেবলস লিমিটেড, (২০১৮) ২ এস. সি. সি ৫১৯-এর রায়ের উপরও দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। এরপরে অনুচ্ছেদে এই রায়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এম. আর. ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে)-এ নির্ধারিত সাধারণ সূত্রটির একটি ব্যতিক্রম সালিশ ধারা সম্বলিত অনুশীলনের মানক রূপগুলি পৃথক পৃথক ব্যক্তির মধ্যে মানক ফর্মগুলিতেও প্রসারিত করা হবে এবং কেবল পেশাদার মূল্যায়নের মানক ফর্মগুলিতে নয়।

২১. আমরা আরও যোগ করতে পারি যে এই রায়ের এই মামলার তথ্যের উপর কোনও প্রয়োগ হবে না কারণ আমাদের দ্বারা এটি পাওয়া গেছে যে বর্তমান মামলার তথ্যে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি নেই, তাই এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ছাড় চুক্তির খসড়াটিতে থাকা সালিশ ধারাটি প্রযোজ্য হবে না। উপরন্তু, এমনকি শ্রী সিবালের পক্ষপাতহীন যুক্তিও গ্রহণযোগ্য। শ্রী সিবাল যুক্তি দিয়েছিলেন, এম. আর.-এর উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে। ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টরস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত)-এর মতে, পক্ষগুলিকে পরিচালনা করার জন্য একটি সালিশ ধারা রয়েছে বলে ধরে নিলে, উক্ত ধারাটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হবে কারণ এটি শুধুমাত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য যানবাহন এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে বিতর্ককে অন্তর্ভুক্ত করবে যা এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি এমন ছাড় চুক্তি থেকে উদ্ভূত হবে, এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে নয়। তিনি সঠিক, এবং আমরা এই যুক্তির সাথেও একমত।

২২. আমরা এখন শ্রী ডেভের শেষ যুক্তিতে এসেছি যে, এই ধারণার ভিত্তিতে যে হাইকোর্টের রায়টি ভুল, তবুও ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের বিবেচনামূলক এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

২৩. শ্রী ডেভ এই সত্যের উপর নির্ভর করেন যে পরবর্তী দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে উত্তরদাতা নং ১-এর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। শ্রী সিবাল উত্তরে বলেছেন যে, পরবর্তী দরপত্রের বিভিন্ন শর্ত রয়েছে এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, পরবর্তী দরপত্রের ক্ষেত্রে, তাঁর দরপত্রকে অন্যান্য ছয়জন দরদাতাদের মধ্যে সেরা বলে মনে করা হয়েছিল। এছাড়াও, আমরা মনে করি যে হাইকোর্টের রায় পুরোপুরি ভুল, কারণ তা উপরের প্রদত্ত কারণগুলির জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসেবে রায়ের পত্র গঠন করার কথা বলেছে।



এটি ন্যায়বিচারের একটি উপহাস হবে, মামলার তথ্যে, যদি আমরা হস্তক্ষেপ না করি এবং এটিকে বাতিল না করি। ফলস্বরূপ, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়টি বাতিল করা হয় এবং বিদ্বান সালিসকারীর আদেশ পুনর্বহাল করা হয়।

২৪। উপরোক্ত শর্তাবলীতে আপিল অনুমোদিত।

২৫। উত্তরদাতা নং-১ এর জন্য একটি উপযুক্ত ফোরামে ৪৩৬ কোটি টাকার বেশি দাবি করার সুযোগ থাকবে, যা আইন অনুসারে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং

সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**Shyamal Gupta**